গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
রংপুর সদর, রংপুর
www.pio.rangpursadar.rangpur.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.৮৫৪৯.০০০.৯৭.০১২.২৪- ৫৮২

তারিখঃ ৩০ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ১৪ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

সভার নোটিশ

এতদ্বারা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রংপুরসহ সারা দেশে অতিবৃষ্টির ফলে বন্যার প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি হয়েছে বা কোথাও কোথাও বন্যা/বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এমতাবস্থায়, রংপুর সদর উপজেলাধীন এলাকাসমূহের বন্যা পরিস্থিতি অবলোকন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে করণীয় সম্পর্কে আগামী **১৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রি. (বুধবার) বেলা ১২:০০ ঘটিকায়** উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

*** বিষয়টি অতীব জরুরী।

(মোঃ মুনিমুল হক)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
রংপুর সদর, রংপুর।

.....
.....।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ
১। জেলা প্রশাসক, রংপুর।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রংপুর সদর, রংপুর।
৩। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, রংপুর।
৪। উপজেলা ..... কর্মকর্তা, রংপুর সদর, রংপুর।
৫। জনাব ....., রংপুর।
৬। অফিস কপি।

২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভা নং- ০১

সভাপতি : মোঃ লোকমান হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রংপুর সদর, রংপুর

সভার স্থান : উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ

সভার তারিখ : ১৫/০৭/২০২৬ খ্রি.

সভার সময় : বেলা ১২.০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের স্বাক্ষর পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হলো:

সভার শুরুতে সভাপতি সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অত:পর, সদস্য সচিব-কে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করতে অনুরোধ করেন।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য সচিব মো: মুনিমুল হক, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, রংপুর সদর, রংপুর, জানান যে, সম্প্রতি অতিবৃষ্টি এবং পাহাড়ী ঢলে সারাদেশে বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। সারা দেশের বিভিন্ন জেলার ন্যায় রংপুর জেলার দুটি উপজেলার নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। যদিও রংপুর সদর উপজেলায় কোথাও বন্যার সৃষ্টি হয়নি তবুও আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী চলতি সপ্তাহের শেষার্ধে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সে মোতাবেক উপজেলার কোথাও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে উপজেলা প্রশাসন-কে তাৎক্ষণিক অবগত করতে হবে এবং আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী তৎপর থাকতে হবে। ইতোমধ্যে, বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন হতে ৭৫ (পঁচাত্তর) প্যাকেট/বস্তা শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ পাওয়া গেছে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে দুর্যোগে সহযোগীতার জন্য ৭৫ প্যাকেট শুকনো খাবার মজুদ রাখার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, রংপুর সদর, রংপুর।
০২	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আরও জানান যে, অতিবৃষ্টির ফলে রাস্তা-ঘাটের ক্ষয়ক্ষতি হবার আশংকা রয়েছে। সেরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার তালিকা প্রস্তুত করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার তালিকা প্রস্তুত করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান/প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ।
০৩	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আরও জানান যে, বন্যার সৃষ্টি হলে উপজেলা প্রশাসন হতে তাৎক্ষণিক কন্ট্রোল রুম খোলা আবশ্যক।	প্রয়োজনে কন্ট্রোল রুম খোলা হবে।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, রংপুর সদর, রংপুর।
০৪	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জানান যে, বন্যার প্রাদুর্ভাবে আক্রান্তদের স্বাস্থ্যঝুঁকি হবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। ডাইরিয়াসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হবার সাথে সাথে তিনি নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবার পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে বন্যাক্রান্ত এলাকায় মেডিকেল টিম ও প্রয়োজনীয় জরুরী চিকিৎসাসামগ্রী প্রেরণ করা হবে।	প্রয়োজনে মেডিকেল টিম গঠন ও জরুরী চিকিৎসা-সামগ্রী প্রস্তুত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রংপুর সদর, রংপুর।
০৫	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, তাদের কাছে পর্যাপ্ত পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট আছে। সে রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তা মোকাবেলার জন্য তারা প্রস্তুত আছেন।	পর্যাপ্ত পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর সদর, রংপুর।

চলমান পাতা-০২

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৬	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে, বন্যা ছাড়াও অতিবৃষ্টিতে অনেক সময় জলাবদ্ধতার ফলে ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে যায় এবং প্রয়োজনীয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকলে ফসলহানি ঘটে। সেক্ষেত্রে কৃষকদের সতর্ক থাকতে হবে। তাছাড়া কৃষকদের সর্বদা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা উপজেলা কৃষি অফিস থেকে প্রদান করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।	বন্যায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, রংপুর সদর, রংপুর।
০৭	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান যে, বৃষ্টিতে অনেক সময় মৎস্যচাষিদের পুকুর ডুবে মাছ বের হয়ে যায় ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগেই সতর্ক হিসেবে তিনি পুকুরের পাড় মেরামত করার পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।	মৎস্যচাষিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহসহ সেবা প্রদান করতে হবে।	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রংপুর সদর, রংপুর।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫/০৭/২৬

(মোঃ লোকমান হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
রংপুর সদর, রংপুর।

স্মারক নং- ৫১.০১.৮৫৪৯.০০০.৯৭.০১২.২৪- ৫৮৩

তারিখঃ ৩১ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, ২১ রংপুর-৩।
০২। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৩। পরিচালক (প্রশাসন)/(এমআইএম), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৪। জেলা প্রশাসক, রংপুর ।
০৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রংপুর সদর, রংপুর।
০৬। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, রংপুর ।
০৭। উপজেলা _____ কর্মকর্তা, রংপুর সদর, রংপুর।
০৮। চেয়ারমান/প্যানেল চেয়ারম্যান/প্রশাসক, ইউনিয়ন পরিষদ(সকল), রংপুর সদর, রংপুর।
০৯। জনাব ....., রংপুর।
১০। অফিস কপি।

১৫/০৭/২৬

(মোঃ মুনিমুল হক)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও
সদস্য-সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
রংপুর সদর, রংপুর ।